বর্ষ-১ । সংখ্যা-১ । পৌষ-মাঘ ১৪৩১ । জানুয়ারি ২০২৫

বিএসএমএমইউ
-এর
নিউজলেটার

বিশেষ সংকলন
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪

বিএসএমএমইউ

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

সম্পাদক
সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

নির্বাহী সম্পাদক
ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু
ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব

নিউজ - প্রশান্ত মজুমদার

আলোকচিত্র - আরিফ খান

ডিজাইন - /LipichitroBD

প্রকাশক - অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, বিএসএমএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত, জনসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রচারিত। প্রকাশকালঃ জানুয়ারি-২০২৫।

সূচিপত্র

০৪ মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষে বিএসএমএমইউ'র উদ্যোগে পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্বেচ্ছায় রক্তদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

০৬ প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান

০৭ বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর দায়িত্বভার গ্রহণ

০৯ আন্দোলনে আহতদের খোঁজ নিলেন অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান

১০ বিএসএমএমইউ-এর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৪ পালিত

১১ বিএসএমএমইউতে ইথিক্যাল রিসার্চ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

১৩ বিএসএমএমইউতে এক মায়ের চার অপরিণত নবজাতকের জন্মদান

১৪ বারডেমকে গবেষণা-শিক্ষায় সহযোগিতা করবে বিএসএমএমইউ

১৫ বিএসএমএমইউ'র এনাটমি বিভাগে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মাহবুব উর রাহমান এর মরণোত্তর দেহদান

১৭ বিএসএমএমইউ এর ডিন অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

২০ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে প্রাণচাঞ্চল্য

২২ ২ বছর ৭ মাস ২০ দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল নূহা-নাবা

২৪ বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসা দিবস ২০২৪ উদযাপিত

২৯ চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের সাথে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষের বৈঠক

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষে বিএসএমএমইউ'র উদ্যোগে পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্বেচ্ছায় রক্তদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

মহান বিজয় দিবসের অঙ্গীকার, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে গবেষণা, শিক্ষা ও চিকিৎসার নতুন দিগন্ত

-বিএসএমএমইউ ভিসি

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষে ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বাদ জোহর দোয়া-মোনাজাত সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে বিএসএমএমইউ প্রশাসন। এছাড়াও জাতীয় এই দিবস উপলক্ষে গত সোমবার ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে রোগীদের ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহত হয়ে যেসকল ছাত্র-জনতা বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

বিএসএমএমইউর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচীর প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। পরে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে ছাত্রসহ আহত যে সকল রোগীরা বিএসএম-এমইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করেন। এসময় বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (গবে-ষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেখানে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, বিজয় দিবসকে জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, মহান বিজয় দিবসের অঙ্গীকার, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে গবেষণা, শিক্ষা ও চিকিৎসার নতুন দিগন্ত, লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক মান অর্জন। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য পূরণে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। মাননীয় উপাচার্য এসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করেন।

জাতীয় এ কর্মসূচীতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অধ্যাপক ডা. আমিন লুৎফুল কবীর, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহত হয়ে যেসকল ছাত্র-জনতা বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

রহমান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, সহকারী প্রক্টর ডা. শাহরিয়ার শামস লস্কর, সহকারী প্রক্টর ডা. মোঃ আদনান হাসান মাসুদ, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহীদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রহুল কুদ্দুস বিপ্লব, মিডিয়া সেলের উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু, ডা. আকবর হোসাইন, কর্মকর্তা সাবিনা ইয়াসমিন, মোঃ ইয়াহিয়া খান, মোঃ নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া, মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ হুমায়ুন কবীর, শামীম আহমেদ প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষে বিএসএমএমইউ'র উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত।

২ ৩

বিএসএমএমইউর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচীর প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান।

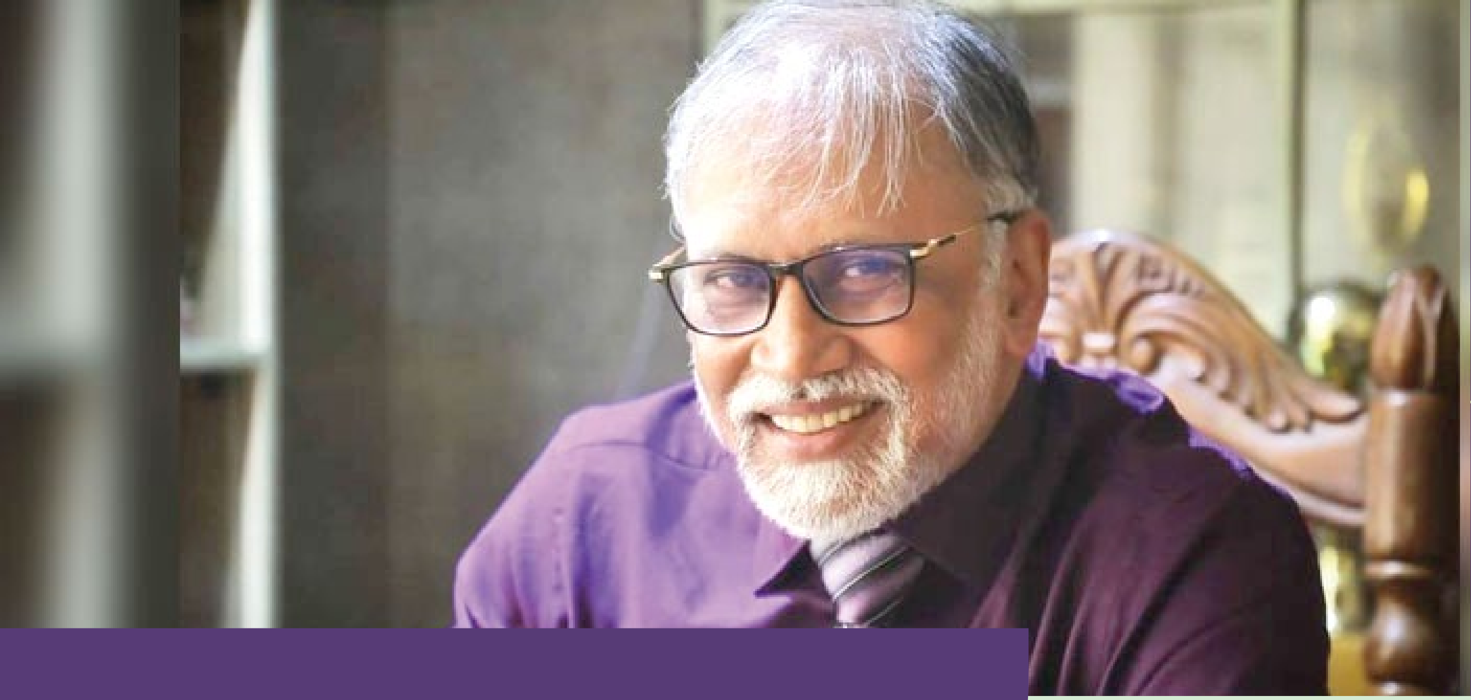

বিএসএমএমইউ-এর সাবেক উপাচার্য এবং ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন।

জাতীয় ওষুধ নীতি ১৯৮২ সমর্থনকারী অল্প কয়েকজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি এবং বাংলাদেশ কোড অব ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাক্টিসের অন্যতম লেখক।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে ডাক পেয়েছেন অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। তিনি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করবেন।

রোববার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনে তার শপথ হয়েছে।

চিকিৎসক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান গত ২৭ আগস্ট বিএসএমএমইউ-এর উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। এবার সেখান থেকে তাকে উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বিএসএমএমইউ-এর সাবেক উপাচার্য এবং ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন।

শিক্ষা ও পেশাগত জীবন:

অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান ছাত্রজীবন থেকেই ওষুধ নীতি ও নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি জাতীয় ওষুধ নীতি ১৯৮২ সমর্থনকারী অল্প কয়েকজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স, টেকনিক্যাল কমিটি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি এবং বাংলাদেশ কোড অব ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাক্টিসের অন্যতম লেখক।

গবেষণা ও প্রকাশনা:

অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানের গবেষণার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল ড্রাগ পলিসি, এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসট্যান্স, ফার্মাকোভিজিল্যান্স, ফার্মাকোইকোনোমিক্স, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস, মেডিসিন ইউটিলাইজেশন স্টাডিজ, মেডিকেল এডুকেশন এবং এনিম্যাল স্টাডিজ। তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে।

উপাচার্য পদে নিয়োগ:

২৭ আগস্ট ২০২৪ সালে অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বিএসএমএমইউ-এর উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান।

ইউজিসি সদস্য পদে নিয়োগ:

১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানের এই বর্ণাঢ্য জীবনচরিত তার শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতিফলন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী হিসেবে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে, ২৭ আগস্ট ২০২৪ সালে তিনি বিএসএমএমইউ-এর উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান।

সম্প্রতি, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বিএসএমএমইউতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহতদের দেখতে যান এবং তাদের চিকিৎসা সেবার মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়া, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে তিনি জানান যে, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের তালিকা পরবর্তী ক্যাবিনেটে পাঠানো হবে এবং তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমানের এই দায়িত্ব পালন তার প্রশাসনিক দক্ষতা ও মানবিকতার প্রতিফলন।

বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর দায়িত্বভার গ্রহণ

১৯৯৮ এর ধারা ১৩ অনুযায়ী উপাচার্য এর পদ শূন্য থাকায় উপ-উপাচার্যগণের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠ উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিএসএমএমইউ এর অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) বিশিষ্ট লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ হেপাটোলজি (লিভার) বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম (Dr. Md Shahinul Alam, Professor, Department of Hepatology) গত সোমবার ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে মাননীয় উপাচার্য এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এর আগে বুধবার ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখ বাংলা ১৪৩১ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ-সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখে উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান-কে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ প্রদানপূর্বক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যা গত ১০/১১/২০২৪ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য পদটি শূন্য রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ১৩ অনুযায়ী উপাচার্য এর পদ শূন্য থাকায় উপ-উপাচার্যগণের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠ উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিএসএমএমইউ এর অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

গত সোমবার উপাচার্য এর দায়িত্বভার গ্রহণকালে বিএসএমএমইউ এর সদ্য সাবেক উপাচার্য ও বর্তমানে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর বর্ণাঢ্য জীবন

অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম মেটাবোলিক অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাটি লিভার রোগের অগ্রগণ্য গবেষক এবং এই বিষয়ে দেশের পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানী । শুধু দেশেই নয়, তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ফ্যাটি লিভার রোগ নির্ণয়, ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

শুধু দেশেই নয়, তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ফ্যাটি লিভার রোগ নির্ণয়, ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে হেপাটোলজি বিষয়ের ওপর অধ্যাপক শাহিনুল আলমের ১৬০টি পাবলিকেশন রয়েছে।

স্কোপাস ইনডেক্সিং বিএসএমএমইউর নেতৃত্ব স্থানীয় বিজ্ঞানী।

এশিয়ান প্যাসিফিক অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার (APASL), আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার (AASLD), ইউএসএ-জাপান জয়েন্ট মেডিকেল (USJMSCP-NIH-APASL) সহ ৭টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশ এর বিজ্ঞানীদের সাথে অনেক গবেষণাপত্রের সহ লেখক হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি স্কোপাস ইনডেক্সিং বিএসএমএমইউর নেতৃত্ব স্থানীয় বিজ্ঞানী।

অধ্যাপক শাহিনুল আলম এশিয়ান প্যাসিফিক অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার (APASL), আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার (AASLD), ইউএসএ-জাপান জয়েন্ট মেডিকেল (USJMSCP-NIH-APASL) সহ ৭টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংগঠন গোবাল ন্যাশ কাউন্সিলের সদস্য।

অধ্যাপক শাহিনুল আলম এমডি হেপাটোলজি কোর্সের কোর্স কোঅর্ডিনেটর এবং একই বিষয়ে কোর্স কারিকুলামের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিএসএমএমইউ'র বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলজি বিভাগের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কমিটির (আইকিউএসি) সদস্য সচিব। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে হেপাটোলজি বিষয়ের ওপর অধ্যাপক শাহিনুল আলমের ১৬০টি পাবলিকেশন রয়েছে। তিনি যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তুরস্ক এবং হংকংসহ ১৫টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। তিনি ওয়ার্ল্ড জার্নাল অফ হেপাটোলজি এর সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য। তিনি বর্তমানে এলসেভিয়ার, স্প্রিংগার, ব্যাকওয়েল পাবলিশিং, উইলি এবং স্প্রিংগার নেচার সহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রকাশকদের রিভিউয়ার হিসেবে অবদান রাখছেন। তার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম স্কাউট জাম্বুরি, জাতীয় বিজ্ঞান মেলা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। অধ্যাপক মোঃ আলম হেপাটোলজি সোসাইটি ঢাকা, বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধ্যাপক ডা. আলম এশিয়ান প্যাসিফিক অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার, ইউরোপীয় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার-এর সদস্য। তিনি ব্রিটিশ সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির সহযোগী সদস্য এবং ইউরোপীয় সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল এন্ডোস্কোপি এর সদস্য। তিনি দ্যা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা স্ট্যাডি অফ দ্যা লিভার এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল এন্ডোস্কোপি এর আজীবন সদস্য।

অধ্যাপক ডা. মোঃ আলম বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত নিম্ন আয়ের রোগীদের চিকিৎসা অর্থনীতিতে কাজ করছেন। কর্ম জীবনে তিনি হাতিয়া উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে এ এ্যাসিট্যান্ট সার্জন, পটুয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে মেডিসিনের জুনিয়র কনসালটেন্ট এবং শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহকারী রেজিস্ট্রার এবং মেডিসিনের রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করেছেন।

আন্দোলনে আহতদের খোঁজ নিলেন অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান

বিএসএমএমইউ-এর কেবিন ব্লকে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত ছাত্রদের খোঁজ নিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় নিযুক্ত অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। এসময় বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহিদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ-এর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৪ পালিত

বৈষম্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।
-বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বিএসএমএমইউ-এর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৪ পালিত হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় (১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি) মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলমের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ডিনবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষক, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৪ এর অঙ্গীকার হোক ছাত্র জনতার জুলাই আগস্টের গণঅভ্যূত্থানের প্রেরণা নিয়ে শোষণ ও বঞ্চনাহীন বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় এই কর্মসূচীতে বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহিদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, উপ-পরিচালক মোঃ নাসির উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে ইথিক্যাল রিসার্চ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

দেশ, জনগণ ও রোগীর কল্যাণে কাজে লাগে এমন গবেষণায় মনোনিবেশ করুন । - উপাচার্য ডা. শাহিনুল আলম

বিএসএমএমইউতে ইথিক্যাল রিসার্চ ও বাস্তবায়ন (Training on Ethical Research and Implementation for BSMMU Faculty) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। আজ বুধবার ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদ ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, দেশ, জনগণ ও রোগীর কল্যাণে কাজে লাগে এমন গবেষণায় মনোনিবেশ করুন। গবেষণার ক্ষেত্রে ইথিক্যাল বিষয় মেনে চলুন। গবেষণা কার্যক্রম যাতে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক তুহিন, অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন, অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ, অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু তাহের, ডা. বুশরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Department of Public Health and Informatics, BSMMU

Program List Sep-2024 to Dec-2024

Orientation on Manuscript Review of BSMMU Journal

Training	Date	Participants
Training 1	11/07/2024	15 Persons
Training 2	09/10/2024	11 Persons
Training 3	16/10/2024	17 Persons
Training 4	17/10/2024	17 Persons
Training 5	21/10/2024	16 Persons
Training 6	23/10/2024	14 Persons

Total
90 Persons

Ethical research and its implementation for teachers of BSMMU

Training	Date	Participants
Training 1	03/12/2024	23 Persons
Training 2	04/12/2024	22 Persons
Training 3	08/12/2024	24 Persons
Training 4	10/12/2024	23 Persons
Training 5	11/12/2024	24 Persons
Training 6-7	15/12/2024	40 Persons
Training 8	17/12/2024	22 Persons
Training 9-10	18/12/2024	41 Persons
Training 11-12	21/12/2024	34 Persons
Training 13-14	22/12/2024	40 Persons
Training 15-16	23/12/2024	40 Persons
Training 17-18	24/12/2024	36 Persons
Training 19-20	26/12/2024	42 Persons
Training 21-22	28/12/2024	42 Persons
Training 23-24	29/12/2024	32 Persons
Training 25-26	30/12/2024	35 Persons

Total
520 Persons

বিএসএমএমইউতে এক মায়ের চার অপরিণত নবজাতকের জন্মদান

বিএসএমএমইউতে একসঙ্গে চার অপরিণত নবজাতকের জন্ম হয়। চারজনই এখন সুস্থ আছে। তবে তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য চিকিৎসকদের নিয়মিত ফলোআপে থাকতে হবে। চার নবজাতকের মা-বাবার দুশ্চিন্তার পরিবর্তে এখন তাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে হাসি আর আনন্দে। আর এটা সম্ভব হয়েছে বিএসএমএমইউর নিওনেটোলজি (নবজাতক) ও ফিটোম্যার্টারনাল মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ডাক্তার, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাসেবা ও নার্সদের নিবিড় নার্সিংসেবাসহ সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সেই সফল প্রচেষ্টার আনন্দের প্রতিফলনে বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) শীতের সকাল কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিএসএমএমইউর উপাচার্য কার্যালয় উদ্ভাসিত করেছিল। ছড়িয়ে পড়েছিল হাসি খুশির ঝিলিক।

চার নবজাতকের বাবা ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা সৌদি প্রবাসী গোলাম মোস্তফা ও মা রেহেনা আক্তার। বাবা গোলাম মোস্তফা জানান, তার স্ত্রী রেহেনা আক্তার ফিটোম্যার্টারনাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. তাবাসসুম পারভীনের অধীনের চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ৯ নভেম্বর তার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং ১৪ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় চিকিৎসকরা সফলভাবে সিজার সম্পন্ন করেন। একজন সুস্থ নবজাতকের ওজন আড়াই থেকে চার কেজি পর্যন্ত হলেও জন্মের সময় তার সন্তানদের ওজন ছিল ১ কেজির সামান্য বেশি। এত কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পরেও তার সন্তানেরা সুস্থ থাকায় তিনি বিএসএমএমইউর নিওনেটোলজি বিভাগের চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এক নবজাতককে কোলে নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, একসঙ্গে চারজন বাচ্চার জন্মদান অবশ্যই ব্যতিক্রম। চার নবজাতকই কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, ফলে তাদেরকে সুস্থ রাখা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। সফল সিজারের মাধ্যমে নবজাতাকদের সুস্থভাবে জন্মদান নিশ্চিত করাটাও চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে নিওনেটোলজি ও ফিটোম্যার্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকরা যথাযথ ও গুণগতমানের ওটিসহ চিকিৎসেবা প্রদান করায় মহান আলাহর রহমতে এক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছেন। চার নবজাতকই সুস্থ আছে। সংশিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন। আগামী দিনে এ ধরনের ব্যতিক্রমী বিষয়ে চিকিৎসাসেবায় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিএসএমএমইউ দেশ-বিদেশে রোল মডেলে পরিণত হবে।

নিওনেটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মান্নান বলেন, সাধারণত একজন গর্ভধারিণী মা ৪০ সপ্তাহে সন্তান প্রসব করে থাকেন কিন্তু মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় এই চার নবজাতকের বয়স যখন ৩১ সপ্তাহ তখন তার মায়ের সিজার করতে হয়েছিল। নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ত্বকের সঙ্গে অপরিণত নবজাতকের ত্বক লাগিয়ে সেবা প্রদান ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চার নবজাতকের চিকিৎসাসেবায় এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডা. নুজহাত নূয়েরি জুঁই ও ডা. মায়মুনা জানান, কম ওজনের অপরিণত নবজাতকদের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সংক্রমণের উচ্চমাত্রার ঝুঁকি থাকে। জন্মের পর এই চার নবজাতকের প্রত্যেককে কমপক্ষে পাঁচ দিন ইনকিউভিটরে রাখা হয়েছিল। কম ওজনের শিশুদের অপরিণত খাদ্যনালীর কারণে হজমশক্তির অভাব, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারা, রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারা, অপরিণত ফুসফুসের কারণে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণসহ বিভিন্ন ঝুঁকি থাকে। কম ওজনের অপরিণত নবজাতকদের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে বিবেচনা নিয়েই চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হয়।

ছেলে শিশুটির নাম রেখেছেন আবরার হাসনাত, তিন কন্যা শিশুর নাম রেখেছেন নাজিফা তানজুম,
নাফিসা তাবাসুম ও নুসাইফা ইসলাম। তিনি আরও জানান, এই চার সন্তান ছাড়াও তার একজন ১০ বছর বয়সী এক কন্যা সন্তান রয়েছে। প্রথম সন্তান জন্মদানের পর তার স্ত্রী সন্তান ধারণে বিলম্বজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন, ফলে ওভুলেশন বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তার স্ত্রীকে ওষুধ সেবন করতে হয়েছে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, ডিন অধ্যাপক ডা. মো. রুহুল আমিন, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. আতিয়ার রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, ফিটোম্যাটানাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. তাবাসসুম পারভীন, নিওনেটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মান্নান, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. রেজাউর রহমান, নিওনেটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে।

বারডেমকে গবেষণা-শিক্ষায় সহযোগিতা করবে বিএসএমএমইউ

বিএসএমএমইউর সাথে বারডেম একাডেমি ও টিচার্স এসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, নতুন কোর্স চালু ও গবেষণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর সাথে বারডেম একাডেমি ও বারডেম টিচার্স এসোসিয়েশনের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এসময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, বারডেমে নতুন কোর্স চালুসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখ অনুষ্ঠিত ওই সভায় বারডেমের শিক্ষার্থীদের সরকারীভাবে ভাতা প্রাপ্তির বিষয়, উভয় প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতায় গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করা, বারডেম একাডেমিতে এমডি, এমএস পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা, একাডেমিক রিসার্চসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিএসএমএমইউর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

সৌজন্য সাক্ষাতকালে বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলমসহ বারডেম একাডেমি ও বারডেম টিচার্স এসোসিয়েশন এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বারডেম একাডেমির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক পাঠান, অবস এন্ড গাইনী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. সামসাদ জাহান, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মোঃ ফিরোজ আমীন, নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. ওয়াসম মোঃ মহসিনুল হক, বারডেম টিচার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোলাম আজম, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা আফসানা, বারডেম একাডেমির সিনিয়র অফিস সেক্রেটারি জনাব মাহাবুবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ'র এনাটমি বিভাগে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মাহবুব উর রাহমান এর মরণোত্তর দেহদান

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মাহবুব উর রাহমান বিএসএমএমইউতে স্বেচ্ছায় মরণোত্তর দেহদান দান করেছেন। আজ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখ রোজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা মরহুম মাহবুব উর রাহমান এর মরদেহ বিএসএমএমইউতে হস্তান্তর করেন। এ সময় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফারহানা আমিন, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান, এনাটমি বিভাগের অধ্যাপক ডা: লায়লা আনজুমান বানু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. লতিফা নিশাত, সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাফিনাজ গাজী, সহকারী অধ্যাপক ডা. শারমিন আক্তার সুমি, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ মহিউদ্দিন মাসুম, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহিদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব প্রমুখসহ রেসিডেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মাহবুব উর রাহমান গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ১৯৫০ সালে জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজ ও বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় মাহবুব উর রাহমানের মরদেহটি বিএসএমএমইউ-র এনাটমি বিভাগে সংরক্ষণ, এবং শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজে ব্যবহারের অনুমতিপত্রটি এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যানের নিকট প্রদান করা হয়। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলমের সদয় অনুমতি এবং উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি এনাটমি বিভাগের মরচুয়ারি, প্যাস্টিনেশনল্যাব, স্কিলল্যাব এ্যান্ড মিউজিয়াম কমপ্লেক্সে সম্পন্ন করা হয়।

মাননীয় উপাচার্য এই ধরণের মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা এবং মরণোত্তর দেহ দানকারী শ্রদ্ধেয় মাহবুব উর রাহমানের ছেলে জ্যোতিরময় রহমান ও মেয়ে উজ্জয়ী রহমানসহ পরিবারের সকলকে এই ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দেশের সকল মানুষের প্রতি এরকম মহতী কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

অতঃপর মরদেহের এমবামিং প্রক্রিয়া শুরুর প্রাক্কালে এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফারহানা আমিনের পরিচালনায় এবং উল্লেখিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনাটমি বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও রেসিডেন্টদের অংশগ্রহণে মরদেহের যথোচিত সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।

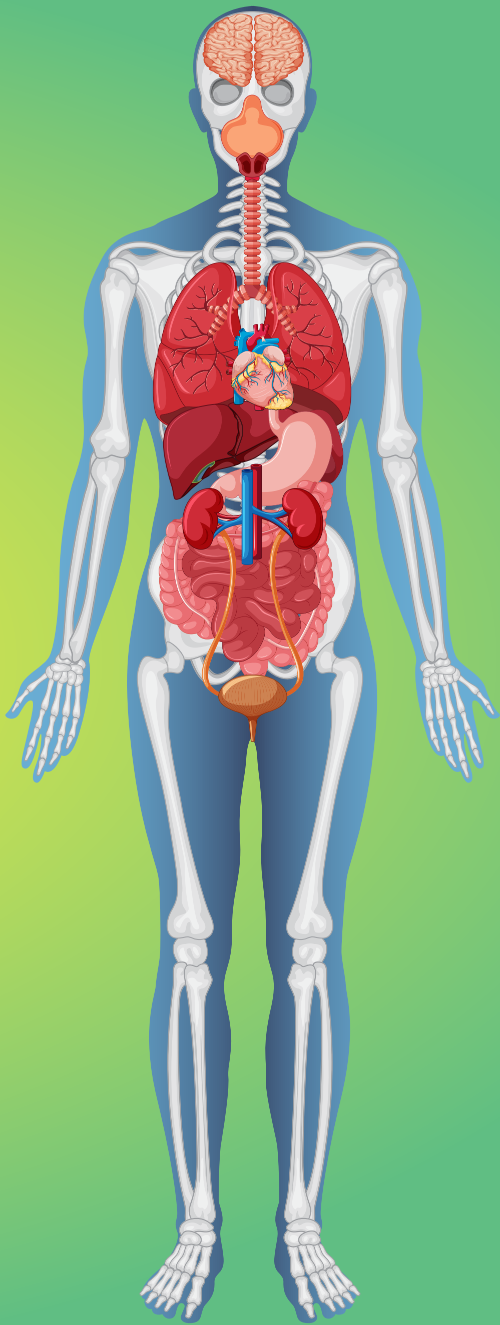

বিএসএমএমইউর অর্থ কমিটির ১১২তম সভা

গত মঙ্গলবার ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউর অর্থ কমিটির ১১২তম সভা কমিটির সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. নাহরীন আক্তার, কোষাধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম উপস্থিত ছিলেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএসএমএমইউর সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. মোঃ মওদুদুল হক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব গৌর কুমার মিত্র, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব নাসির উদ্দিন ভূঁঞা প্রমুখ।

অভ্যুত্থানে আহতদের পুনর্বাসনে বিএসএমএমইউতে বিশেষ ইউনিট চালুর প্রস্তাব

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বেগবান করতে সুপার স্পেশালাইজড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর দি জুলাই-২৪ ওয়ারিয়র গঠনের প্রস্তাব করেছেন আহত রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেলের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বিএসএমএমইউতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের অনুষ্ঠানে তিনি এ প্রস্তাব করেন।

দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামরুল ইসলাম সেমিনার হলে বৈজ্ঞানিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে শারীরিক পুনর্বাসন বিভিন্ন বিষয় এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। এতে বিএসএমএমইউ'র ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ২৯৬ রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে বলে জানানো হয়। একইসঙ্গে বিভাগটির চিকিৎসাসেবায় পঙ্গুত্বের দুয়ার থেকে সুস্থ হয়ে উঠার গল্প শুনায় ভুক্তভোগীরা।

আহতদের মধ্যে ইয়াসিন আরাফাত নামে আহত এক ব্যক্তি জানান, তিনি আগস্টে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে কোমরে মারাত্বকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসেন হুইল চেয়ারে করে। হাঁটার কথা তো দূরের কথা কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন সেটাও কল্পনা করতে পারেননি। তবে বিএসএমএমইউ'র ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সেলের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুরের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাসেবা নিয়ে এখন হাঁটতে পারছেন।

তিনি তার বক্তব্যে অধ্যাপক শাকুরসহ সংশ্লিষ্ট সব বিএসএমএমইউ'র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে ছাত্র-জনতা আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়ক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর জানান, বিএসএমএমইউ'র বিভিন্ন বিভাগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ২৯৬ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরি বিভাগে ৫৮ জন, কেবিনে ৫৩ জন, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের বহির্বিভাগে ১৫২ জন, অভ্যন্তরীণ বিভাগে ২৪ জন রোগী এবং আইসিউতে ১০ জন রোগীকে সেবা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা আমাদের পেশাগতসহ সামাজিক, মানবিক, নৈতিক ও পবিত্র দায়িত্ব। তারা আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নতুন যুগের, একটি নতুন বাংলাদেশের শুভ সূচনা করেছেন। তাদেরকে চিকিৎসাসেবা দিতে পেরে একজন চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনের সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক ডা. মো. মনিরুজ্জামান খান, অধ্যাপক ড. তসলিম উদ্দিন, ডা. জিয়াউর

বিএসএমএমইউ এর ডিন অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

গুণী শিক্ষক, পরোপকারী, নেতৃত্বদানকারী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মানবতাবাদী মানুষ অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে

বিএসএমএমইউ এর বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের ডীন, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর স্মরণসভা গত সোমবার ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের আয়োজনে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, গুণী শিক্ষক, পরোপকারী, নেতৃত্বদানকারী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মানবতাবাদী মানুষ অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্মরণ সভায় বিএসএমএমইউ এর সদ্য সাবেক উপাচার্য ও বর্তমানে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বিশিষ্ট ফার্মাকোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বলেন, গুণী শিক্ষক অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহকে হারিয়ে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। দেশকে তাঁর আরো অনেক কিছু দেয়ার ছিল। তিনি একদিকে যেমন ভালো শিক্ষক ছিলেন। আবার ভালো মানুষ ছিলেন। বিপদে তিনি সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি অসম্ভব সাহসী ও চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। আইন, কানুন, বিধি বিধান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অনন্য। মেডিক্যাল সাইন্সে তাঁর অবদান অপরিসীম।

বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহীনুল আলম বলেন, অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ একজন মহান শিক্ষক ছিলেন। লেখাপড়ার বিষয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি যেকোনো পরিস্থিতিতে থাকুন না কে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করতেন। সারাক্ষণ তিনি কাজ করতে পছন্দ করতেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের রোল মডেল ছিলেন। মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

অসম্ভব সাহসী ও চিন্তাশীল মানুষ অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর স্মরণসভায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আকতার, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন মিয়া, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফ উলাহ মুন্সী, ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অধ্যাপক ডা. খন্দকার মানজারে শামীম, অধ্যাপক ডা. অসীম রঞ্জন বড়ুয়া, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ কামাল, অধ্যাক ডা. কামরুল হাসান জায়গীরদার, অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ, অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, অধ্যাপক ডা. শাহিনা তাবাসসুম, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক ডা. চন্দন কুমার রায়, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহীদুল হাসান, অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর ছোট বোন মিসেস এহসানী প্রমুখসহ সর্বস্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ, গত ১৩ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখ সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ১৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি স্ত্রীসহ এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ি সিলেটের হবিগঞ্জে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক ডা. আহমেদ আবু সালেহ এর বর্ণাঢ্য জীবন

অধ্যাপক ডা. আহমেদ সালেহ ১৯৬২ সালের ১০ জানুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার বালিকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আবদুল বারি তারাফদার এবং মাতা মরহুম সৈয়দা আমেনা খাতুন। তিনি পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়, বড় ভাই একজন চিকিৎসক। অধ্যাপক সালেহ ১৯৭৭ সালে পাবনা জেলা স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৯ সালে ঢাকার তিতুমীর কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৫ সালে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৯৫ সালে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল রিসার্চ (আইপিজিএমআর) থেকে মেডিক্যাল মাইক্রোবায়েলজিতে এমফিল সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৯৫-১৯৯৮ পর্যন্ত ৪ বছর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ছিলেন এবং ১৯৯৮ সালে ইনস্টিটিউট অফ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল রিসার্চ (আইপিজিএমআর)-এ যোগ দেন। ১৯৯৮-২০০৩ সময়কালে বিএসএমএমইউতে সহকারী অধ্যাপক, ২০০৩-২০০৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০৯-২০২৪ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০১০-২০২৩ সাল পর্যন্ত বিএসএমএমইউ-এর বেসিক সায়েন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স কোর্স ডিরেক্টর ছিলেন। ২০১৮ থেকে ২০২১ সন পর্যন্ত তিনি বিএসএমএমইউ-এর মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৩-২০২৪ সালে তিনি বিএসএমএমইউ এর বেসিন ও প্যারিক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডিন ছিলেন। অধ্যাপক সালেহ আইসিডিডিআরবির এথিক্যাল রিভিউ কমিটির সদস্য (২০১৯-২০২৪), কো-চেয়ারপার্সন এবং চেয়ারপার্সন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বিএসএমএমইউ-এর ল্যাব সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক আহমেদ আবু সালেহ বাংলাদেশের মেডিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি ক্ষেত্রে একজন অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তিনি অসংখ্য গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন। তার লেখা হিউমান মাইক্রোলোজি ছাত্রদের জন্য একটি আবশ্যিক পাঠ্য বই। তার সহধর্মিণী নুরজাহান হেলেন একজন চিকিৎসক প্রসূতি ও গাইনি রোগ বিশেষজ্ঞ। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তিনি সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁর এই মৃত্যু শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই ক্ষতি বয়ে আনেনি, দেশ হারিয়েছে একজন নিবেদিত চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী।

বিএসএমএমইউতে আউটকাম বেইসড কারিকুলাম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখতে হবে। -বিএসএমএমইউ ভিসি

বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেছেন, আউটকাম বেইসড কারিকুলাম বিষয়ক কর্মশালায় শিক্ষকদের অংশ নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দেশের জনগণের জন্য উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে জন্য ফ্যাকাল্টি ডেভলপমেন্ট করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে সহায়ক হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখতে হবে। বিশ্বমানের কারিকুলাম তৈরি, ফ্যাকাল্টির উন্নয়ন, ফ্যাকাল্টিগণের কর্ম ও জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধিসহ একাডেমিক, সাইন্টিফিক, রিসার্চ কর্মে বিএসএমএমইউ এর বর্তমান প্রশাসন সব ধরণের সহায়তা দিয়ে যাবে। এই ধরণের প্রোগ্রাম বিএসএমএমইউকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে যেমন সহায়ক হবে তেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাকিং এর অগ্রগতিতে বড় অবদান রাখবে। আজ মঙ্গলবার বিএসএসএমএমইউতে অনুষ্ঠিত আউটকাম বেইসড কারিকুলাম (মেডিসিন ফ্যাকাল্টি) বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র রূপসা হলে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে আউটকাম বেইসড কারিকুলাম (মেডিসিন ফ্যাকাল্টি) বিষয়ক এই কর্মশালা আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. জেসমিন বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসএমএমইউর সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আক্তার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. রুহুল আমিন, বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফুলাহ মুন্সী, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মানিক কুমার তালুকদার, প্রিভেনটিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ মনির হোসেন খান, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ সফি উদ্দিন, অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজ্জাম্মেল হক, অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর, অধ্যাপক ডা. মোঃ সারওয়ার আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. তারিক রেজা আলী সঞ্চালনায় কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ডা. চৌধুরী মেশকাত আহম্মেদ ও অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন। কর্মশালায় ৮ জন বিজ্ঞ ফ্যাসিলিটেটরসহ মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ফ্যাকাল্টিগণ, কোর্স ডাইরেক্টরগণ অংশ নেন।

চিকিৎসায় বিদেশ নির্ভরতা কমাতে কিডনী, লিভার ট্রান্সপ্যান্টেশন, ইনফারটিলিটি সেবা কার্যক্রম গতিশীল করার জোর তাগিদ দিল বিএসএমএমইউ প্রশাসন

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে প্রাণচাঞ্চল্য

গত সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম মহোদয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নব নিযুক্ত পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফ উলাহ মুন্সী সাথে অনুষ্ঠিত এক

মতবিনিময় সভায় এই তাগিদ দেন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অতিরিক্ত পরিচালক ডা. মোঃ শহিদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রহুল কুদ্দুস বিপ্লব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শীতের এই সকালে অনুষ্ঠিত এই সভার মাধ্যমে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

মাননীয় উপাচার্য মহোদয় ও প্রশাসনের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় যেসকল রোগের রোগীরা বেশি করে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান সেই সকল রোগের রোগীদের দেশেই সর্বাধুনিকমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। রোগীদের বিদেশমুখীতা কমাতে পারলে দেশের রোগীরা যেমন কম খরচে জটিল জটিল রোগের চিকিৎসাসেবা পাবেন একইভাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে যা দেশের অর্থনীতিতেও বড় অবদান রাখবে। প্রতি বছর কিডনী ও লিভার ট্রান্সপ্যান্ট, সন্তান লাভের আশায় ইনফারটিলিটি সেবা নিতে প্রচুর সংখ্যক রোগী বিদেশে গমন করেন এতে করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় যা রোগীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দেশের অর্থনীতির জন্যও একটি বড় সমস্যা। তাই দেশেই যাতে কিডনী ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, ইনফারটিলিটির ক্ষেত্রে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা পায় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে মত দেয় বিএসএমএমইউ প্রশাসন। বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে এসকল চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা ও গতিশীল করা যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার তাগিদ দেন। এসময় হৃদরোগ চিকিৎসায় বিশেষ করে শিশু হৃদরোগীদের বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করারও উপর তাগিদ দেওয়া হয়। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে যেসকল মডিউল ওটি, অবস এন্ড গাইনী ওটিসহ যেসকল ওটি রয়েছে তা পূর্ণাঙ্গরূপে চালুর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রয়েছে এক্সিডেন্ট এন্ড এমারজেন্সি সেন্টার, কিডনী ডিজিসেস এন্ড কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার, কার্ডিও এন্ড সেরেব্রো ভাসকুলার সেন্টার, হেপাটোবিলিয়ারি, হেপাটোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, প্যানক্রিয়েটিভ ডিজিসস এন্ড লিভার ট্রান্সপ্যান্ট, একশত শয্যার আইসিইউ ইউনিট ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গরূপে সক্রিয় করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বিএসএমএমইউয়ে হেপাটোলজি ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞের লেকচার

বিএসএমএমইউ-এ হেপাটোলজি ও গ্যাস্ট্রো-এন্টারোলজি বিষয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উচ্চতর শিক্ষার লেকচার প্রদান করা হয়েছে। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের লেকচার হলে হেপাটোলজি ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও চিকিৎসকের মাস্টার্স ক্লাসের অংশ হিসেবে আয়োজিত মিট দ্যা এক্সপার্টে লেকচার প্রদানসহ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি চিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ সাইন্স সেন্টারের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাজনীন সুলতানা আহমেদ এমডি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএসএমএমইউর ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম।

এ সময় গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. দেওয়ান সাইফুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. মাসুদুর রহমান খান, সহকারী অধ্যাপক ডা. এবিএম ছফিউল্লাহ, হেপাটোলজি বিভাগের শিক্ষক ডা. সাইফুল ইসলাম এলিনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ভিসি অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, হেপাটোলজি এন্ড গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিষয়ে এ ধরনের উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান দেশে এই প্রথম। এই ধরনের আয়োজন দেশ বিদেশের উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতায় চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা এবং গবেষণাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে বিরাট অবদান রাখবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানের ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করার আহ্বান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম। বিশেষ করে চিকিৎসায় বিদেশ নির্ভরতা কমাতে কিডনী ও লিভার ট্রান্সপ্যান্টেশন, ইনফারটিলিটি সেবা কার্যক্রম গতিশীল করার জোর তাগিদ দিয়েছেন তিনি। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নব-নিযুক্ত পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফ উল্লাহ মুন্সীর সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বিএসএমএমইউর ভিসি এই তাগিদ দেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রোভিসি (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অতিরিক্ত পরিচালক ডা. মো. শহিদুল হাসানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন, যেসকল রোগের রোগীরা চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান, রোগীদের বিদেশমুখীতা কমাতে পারলে দেশের রোগীরা যেমন কম খরচে জটিল জটিল রোগের চিকিৎসাসেবা পাবেন একইভাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে- যা দেশের অর্থনীতিতেও বড় অবদান রাখবে। প্রতি বছর কিডনী ও লিভার ট্রান্সপ্যান্ট, সন্তান লাভের আশায় ইনফারটিলিটি সেবা নিতে প্রচুর সংখ্যক রোগী বিদেশে গমন করেন। এতে করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় যা রোগীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দেশের অর্থনীতির জন্যও একটি বড় সমস্যা। তাই দেশেই যাতে কিডনী ও লিভার ট্রান্সপ্যান্ট, ইনফারটিলিটির ক্ষেত্রে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা পায় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে মত দেয় বিএসএমএমইউ প্রশাসন।

২ বছর ৭ মাস ২০ দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল নূহা-নাবা

দীর্ঘ চিকিৎসা ও ৫টি সফল অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল জোড়া শিশু নূহা-নাবা। বিএসএমএমইউ-এর বর্তমান প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিদায় দিয়েছে।

রোববার (২৪ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেবিন ব্লকের ৬ তলায় গিয়ে বিরল যমজ জোড়া দেহ থেকে আলাদা হওয়া জোড়া শিশু নূহা ও নাবার চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন এবং তাদের রিলিজ দেন।

কুড়িগ্রামের সদর উপজেলার শিবরাম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা নাসরিন আক্তার ও আলমগীর হোসেন দম্পতির সন্তান নূহা ও নাবার শরীরের পেছন ও নিচের দিক থেকে যুক্ত ছিল। কনজয়েন্ট টুইন পিগোপেগাস নূহা ও নাবাকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আলাদা করায় বিএসএমএমইউ এর প্রশাসন, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে শিশুটির পরিবার।

নূহা ও নাবার চিকিৎসা বাবদ ৫০ লাখ টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কেবিন ভাড়া, হাসপাতাল ফার্মেসির মাধ্যমে ওষুধ ক্রয় ব্যয়, নিউরোসার্জারি বিভাগ কর্তৃক অপারেশনকালীন ক্রয়কৃত ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদী ব্যয়, এ্যানেসথেশিয়া সামগ্রী ও অপারেশন বা ওটি চার্জ ইত্যাদি। এই ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৩৬ লাখ টাকা বহন করেছে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ। আর ১৫ লাখ টাকা পাওয়া গেছে অনুদান হিসেবে। অনুদানকারী তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

তবে এই অনুদান পেতে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন সাংবাদিক তাওসিয়া তাজমিম ও দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক চৌধুরী খালেদ মাসুদ। অর্থাৎ জোড়া লাগানো যমজ শিশু নূহা ও নাবার চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. রেজাউর রহমান জানিয়েছেন নূহা ও নাবাকে ডিসচার্জ দেওয়া হলেও চিকিৎসার জন্য ফলোআপে থাকতে হবে এবং আরও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

শিশু নূহা ও নাবার জন্ম হয়েছিল ২০২২ সালের ২১ মার্চ। বিএসএমএমইউতে তাদের ভর্তি করানো হয়েছিল ৪ এপ্রিল ২০২২ সালে। তারপর থেকে তারা এখানেই বেড়ে উঠেছে। শিশু নূহা ও নাবার চিকিৎসায় নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেনের নেতৃত্বে নিউরোসার্জনরা, শিশু সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. একেএম জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে শিশু সার্জনগণ, এ্যানেসথেশিওলজিস্টসহ সংশিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্সরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও তাদের সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই জোড়া লাগানো দেহের যমজ শিশু নূহা ও নাবা আলাদা হওয়ার আনন্দ নিয়ে ২ বছর ৭ মাস ২০ দিন পর সুস্থ হয়ে মা বাবার সাথে বাড়ি ফিরেছে। বিএসএমএমইউতে এ পর্যন্ত ৩ জোড়া জোড়া লাগানো শিশুদের আলাদা করা হয়েছে এবং আরও এক জোড়া লাগানো শিশুদের আলাদার প্রস্তুতি চলছে।

তাদের রিলিজ দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. রেজাউর রহমান, শিশু সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. একেএম জাহিদ হোসেন প্রমুখ।

বিএসএমএমইউতে ফেইস রিকোগনিশন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বিএসএমএমইউ-এর ফেইস রিকোগনিশন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বিএসএমএমইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট কার্যক্রম চালু করতে পারলে পুরো চিকিৎসা সেবা নিয়মতান্ত্রিকতায় চলে আসবে। সেক্ষেত্রে আমাদের বহির্বিভাগটাও একটি শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিতে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন বিএসএমএমইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। বলেন, এটা একটি বড় সমস্যা যে, পুরো জনশক্তিকে এ ব্যাপারে সক্রিয় করা যাচ্ছে না।

সংশিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতনরা সকল বিষয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিলে এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব। শুরুতে কিছুটা অসুবিধা হলেও আমরা যেন এই পদ্ধতির বিরোধী হয়ে না উঠি। সবাই আন্তরিকভাবে নিলে এটি সাফল্য পাবে। এ কাজে সকল জনশক্তির আন্তরিকতা ও সম্পৃক্ততা প্রত্যাশা করছি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. রেজাউর রহমান, আইটি

সেলের প্রোগ্রামার মো. মারুফ হোসেন প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ।

বিএসএমএমইউতে নবজাতক বিভাগের অটোমেশন ও ইয়ার বুক কার্যক্রম উদ্বোধন

বিএসএমএমইউ'র নিওনেটোলজি (নবজাতক) বিভাগের অটোমেশন কার্যক্রম ও ইয়ার বুক ২০২৪ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকে নিউনেটোলজি বিভাগের ক্লাস রুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অটোমেশন ও ইয়ার বুক কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

নবজাতক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার ও সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. সহিদুল্লা।

বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসা দিবস ২০২৪ উদযাপিত

বিএসএমএমইউতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ১৮২ জন আহত রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সব ধরণের সহায়তা দেয়া হবে: অধ্যাপক এম শাকুর

শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরতে বিএসএমএমইউ-এ গত বুধবার ১৩ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখে "আন্তর্জাতিক শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসা (পিএমআর) দিবস ২০২৪" উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন (বিএসপিএমআর) এবং বিএসএমএমইউ-এর ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ যৌথভাবে র‍্যালি ও সেমিনারের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের নাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ মঈনুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বিএসএমএমইউ-এর ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সেলের সভাপতি প্রফেসর ডা. এম এ শাকুর। সেমিনারে শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। বৈজ্ঞানিক সেশনে ডা. মোঃ রাশেদুল আলম কেস স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির কেস রিপোর্ট বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। অধ্যাপক ডা. তসলিম উদ্দিন পুনর্বাসন চিকিৎসার ওপর তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। বক্তা হিসেবে প্রফেসর ডা. এম এম জামান আন্তর্জাতিক পিএমআর দিবস" বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ক্লিনিকাল প্রোগ্রাম, বিশেষজ্ঞের মতামত এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেমিনারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সেলের সভাপতি প্রফেসর ডা. এম এ শাকুর বলেন, ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সব ধরণের সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং সব ধরণের উন্নত চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এই সেবা দেয়া হচ্ছে। তিনি তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে ছাত্র আন্দোলন পরবর্তী আহতদের পুনর্বাসন" বিষয়ে বিশেষ করে কীভাবে আহত রোগীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, বিএসএমএমইউ-এর বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ১৮২ জন আহত রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: জরুরি বিভাগে ৫৮ জন রোগী, কেবিনে ৩৩ জন রোগী, সুপার স্পেশালাইজড হাসপতালের বহির্বিভাগে ৫৭ জন, অভ্যন্তরীণ বিভাগে ২৪ জন, আইসিইউতে ১০ জন রোগী। আগত রোগীদের মধ্যে আঘাতের ধরল অনুযায়ী সংখ্যা ছিল গুলিবিদ্ধ ৬৯ জন, শারীরিক আঘাত ৮ জন, ভোঁতা আঘাত ৮ জন, পড়ে যাওয়া ৬ জন, ধারালো কাটা আঘাত ৭ জন, রাসায়নিক আঘাত ৮ জন উল্লেখযোগ্য। ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত দর্শক ও অতিথিরা পুনর্বাসন চিকিৎসার বিষয়ে তাদের মতামত ও প্রশ্ন শেয়ার করেন। এসময় হুইলচেয়ার, চিকিৎসা সরঞ্জাম, আর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়, যা শারীরিক প্রতিবন্ধী রোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এই দিবসের মাধ্যমে শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং এর আরও উন্নতির জন্য বিভিন্ন গবেষণা ও ক্লিনিকাল অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করা হয়, যা রোগীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করেছে।

বিএসএমএমইউর সাবেক কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশের ফাদার অফ হেপাটোলজি খ্যাত অধ্যাপক ডা. মবিন খান এর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত

বিএসএমএমইউ-এর সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও হেপাটোলজি (লিভার) বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মবিন খান এর নামাজে জানাযা গত শুক্রবার ১ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখ সকাল ১১টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ মহান আল্লাহতায়ালা যেনো তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন সেই কামনা করা হয়। বাংলাদেশের ফাদার অফ হেপাটোলজি খ্যাত অধ্যাপক ডা. মবিন খানকে কুমিল্লার কালীর বাজার এলাকার আনন্দপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। নামাজে জানাযা পূর্বক বিএসএমএমইউ এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নুরুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তারা বলেন, অধ্যাপক ডা. মবিন খান লিভার বিষয়ে শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণায় যে অবদান রেখে গেছেন জাতি তা চিরদিন স্মরণে রাখবে। তিনি সৎ জীবনের অধিকারী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। রোগীদের সাথে সব সময়ই তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি মানুষের সমালোচনা পছন্দ করতেন না। জ্ঞান সাধনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় ও প্রচন্ড পরিশ্রমী।

বাংলাদেশের ফাদার অফ হেপাটোলজি খ্যাত অধ্যাপক ডা. মবিন খান গত বৃহস্পতিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৪ইং তারিখে বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজিউন)। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগ ছাড়াও ডায়াবেটিস ও পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের চিকিৎসা অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান গভীর শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

প্রখ্যাত চিকিৎসক ও গুণী শিক্ষক অধ্যাপক ডা. মবিন খানের জন্ম ১৯৪৯ সালে। তিনি লিভার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ হেপাটোলজি সোসাইটির সভাপতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লিভার রোগ গবেষণায় তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে।

স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস ২০২৪ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মাল্টিডিসিপিনারি সেমিনার

গত রবিবার ২৭ অক্টোবর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউ-এর শহীদ ডা. মিলন হলে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস ২০২৪ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মাল্টিডিসিপিনারি সেমিনার অন ব্রেস্ট ক্যান্সার শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য হলো স্তন ক্যান্সার কারো একার লাড়াই না। বিএসএমএমইউর প্যাথলজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, প্যাথলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জিলুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ কামাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বেসিকস অফ পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

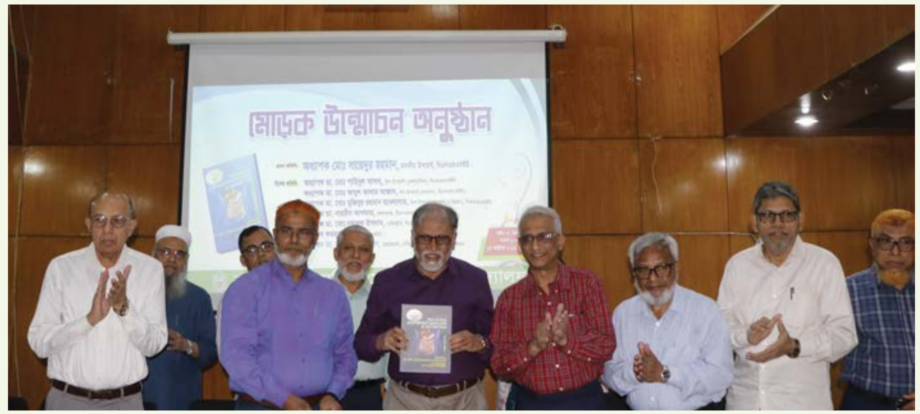

গত বৃস্পতিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউ-এর শহীদ ডা. মিলন হলে পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান মজুমদার লিখিত বেসিকস অফ পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ রোকুনুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আবেদ হোসেন মোল্লা। অনুষ্ঠানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে স্বাস্থ্যখাতকে গতিশীল ও গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের জন্য ডেটা বিশেষণ ও প্রবন্ধ প্রকাশনার সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএসএমএমইউতে স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের (শিক্ষক-চিকিৎসক) জন্য ডেটা বিশেষণ ও প্রবন্ধ প্রকাশনার সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালা (Capacity Development Workshop for Health Professionals on Data Analysis and Manuscript Publication) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ইং তারিখে শহীদ ডা. মিলন হলের এক্সটেনশন রুমে বিএসএমএমইউর নিওন্যাটোলজি (নবজাতক) বিভাগ, বাংলাদেশ নিওন্যাটাল ফোরাম, বাংলাদেশ পেরিনেটাল সোসাইটি ও আইসিডিডিআরবি এর উদ্যোগে আয়োজিত এই ২ দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএসএমএমইউর সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান। সভাপতিত্ব করেন নিওন্যাটোলজি (নবজাতক) বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল মান্নান। কর্মশালায় বিএসএমএমইউ, বারডেম, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, মুগদা মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন শিক্ষক, চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, দেশের স্বাস্থ্যখাতকে আরও শক্তিশালী করতে এবং গবেষণার মানোন্নয়নে আজকের এই সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের ডেটা বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই ধরনের উদ্যোগ দেশকে উন্নত গবেষণা ভিত্তিক স্বাস্থ্য খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হতে পারবেন। এই কর্মশালাটি শিক্ষার্থীদের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যারা স্বাস্থ্য খাতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী, তাদের জন্য গবেষণা দক্ষতা এক অতুলনীয় সম্পদ। কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে, যা তাদের ভবিষ্যতের গবেষণা এমনকি উন্নত চাকরির ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। সবচাইতে বড় কথা বিএসএমএমইউকে শিক্ষা, চিকিৎসাসেবার সাথে সাথে গবেষণায়ও এগিয়ে নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং এর ক্ষেত্রে গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিএসএমএমইউকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান তাঁর বক্তব্যে উন্নত মানের গবেষণা প্রবন্ধ লিখন ও প্রকাশনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল মান্নান বলেন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কর্মশালা পেশাজীবীদের সেই দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের ডেটা বিশেষণ ও প্রবন্ধ প্রকাশের সক্ষমতা বাড়লে, জাতীয়ভাবে উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পথ আরও সুগম হবে।

এটি শুধু স্বাস্থ্য খাতেই নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কারণ গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দেশের স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা ডেটা বিশেষণের আধুনিক কৌশল এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রবন্ধ লিখন ও প্রকাশনার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

বিএসএমএমইউ-এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে দক্ষিণ কোরিয়ার (রিপাবলিক অফ কোরিয়া) মান্যবর রাষ্ট্রদূত এর সাথে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত বুধবার ২ অক্টোবর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউ-এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে দক্ষিণ কোরিয়ার (রিপাবলিক অফ কোরিয়া) মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব পার্ক, ইয়াং-সিক (Mr. Park, Young-Sik) এর সাথে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান (Professor Md. Sayedur Rahman)। গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালনা, চিকিৎসক, নার্সসহ কর্মরতদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও হাসপাতালের রক্ষাণাবেক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার এক্সিম ব্যাংক, দূতাবাস কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ইয়াংসেই ইউনিভার্সিটির (Yonsei University) শিক্ষক, গবেষকসহ বিএসএমএমইউর সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ নূর-ই-এলাহী মিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

WORKSHOP & TRAINING

ORGANIZED BY

IQAC, BSMMU

November 2024- December 2024

52 Participation
30 Nov 2024
Workshop on Structured Clinical Assessment (SCA) Station Preparation

50 Participation
10 Dec 2024
Workshop on Outcome Based Curriculum Medicine Faculty

45 Participation
24 Dec 2024
Workshop on Question Preparation and Moderation for Surgery Faculty

30 Participation
24 Dec 2024
Training Workshop on Procurement Management (PPA 2006 & PPR 2008)

30 Participation
26 Dev 2024
Training Workshop on Procurement Management (PPA 2006 & PPR 2008)

TOTAL
207 Participation

চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের সাথে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষের বৈঠক

জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবা দিতে আসা চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের সাথে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিপ্তরের তত্ত্বাবধানে অংশ নেয়া চীনের মেডিক্যাল টিমের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন ছাত্রসহ অন্যান্যদের চিকিৎসাসেবার খোঁজ-খবর নেন। এই প্রতিনিধি দলটি ইতোমধ্যে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন। এই বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিমে সাধারণ সার্জারি, ট্রমা কেয়ার, অর্থোপেডিকস, পুনর্বাসন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষায়িত চিকিৎসকবৃন্দ রয়েছেন। বৈঠকে বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডা. মোঃ রেজাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ-এর নতুন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বিএসএমএমইউ-এর নতুন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ (Professor Dr. Md. Abul Kalam Azad, Chairman, Department of Internal Medicine)। বৃহস্পতিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখ বাংলা ১৪৩১ বঙ্গাব্দের ২১ ভাদ্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ-সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আচার্য এঁর অনুমোদনক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ১৫ (১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, চেয়ারম্যান, মেডিসিন বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) এর শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হল। উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে তাঁর নিযুক্তির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। তাঁর বাবা অধ্যাপক ডা. আব্দুল করিম মোল্লা ছিলেন শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক ডা. আজাদ মেডিসিনে ২০০১ সালে এফসিপিএস ডিগ্রি এবং এএসএইচএবি মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। তিনি ফেলো অফ রয়েল কলেজ অফ এডিনবার্গ (এফআরসিপি) ও ফেলো অফ রয়েল কলেজ অফ লন্ডন অ্যাওয়ার্ডধারী চিকিৎসক। তিনি ১৯৯৬ সালে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ ফিজিওলজি এন্ড ফার্মাকোলজিক্যাল সোসাইটি থেকে ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হওয়ায় প্রফেসর আব্দুর রহমান মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

অধ্যাপক ডা. আজাদ আমেরিকান কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স (এমএসিপি), বিএসএমএমইউ'র আইআরবি এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রফেসর আব্দুল করিম মোল্লা দাতব্য আই হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, এসোসিয়েশন অফ ফিজিসিয়ান্স অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন, বাংলাদেশ রিউমাটোলজি সোসাইটি এর আজীবন সদস্য। তিনি বিসিপিএস এর মেডিসিন অনুষদের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এবং ইন্টারন্যাশাল এ্যাফেয়ার্স কমিটির সাবেক সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক ডা মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে ৬০টিরও অধিক পাবলিকেশন রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে এফসিপিএস, এমসিপিএস, এমডি, ডিপ্লোমা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা, এফসিপিএস মেডিসিন ইন কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জনস, পাকিস্তান এবং এমআরসিপি (ইউ.কে) এর পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কর্ম জীবনে তিনি শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজে প্রশিক্ষণার্থী, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়র রেজিস্ট্রার এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিন বিষয়ে কনসালটেন্ট হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিএসএমএমইউতে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করাসহ বর্তমানে অধ্যাপক হিসেবে উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষার শিক্ষকতার মহতী পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

বিএসএমএমইউ-এর নতুন উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বিএসএমএমইউ-এর নতুন উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডনটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার (Professor Dr. Md. Mujibur Rahman Howlader, Professor, dept. of Conservative Dentistry and Endodontics)। বৃহস্পতিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখ বাংলা ১৪৩১ বঙ্গাব্দের ২১ ভাদ্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ-সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আচার্য এর অনুমোদনক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ১৫ (১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, অধ্যাপক, কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি এন্ড এন্ডোডনটিক্স বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হল। উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) হিসেবে তাঁর নিযুক্তির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার ডেন্টাল পেশায় প্রথম এফসিপিএস ডিগ্রিধারী প্রখ্যাত দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জনস (বিসিপিএস) এর ডেন্টিস্ট্রি অনুষদের কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নটরডেম কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী অধ্যাপক ডা. হাওলাদার যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স এন্ড সার্জনস অফ গ্ল্যাসগো থেকে এফডিএসআরসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোরনিয়া, বাংলাদেশের বিসিপিএস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। কর্ম জীবনে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগদান করে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের প্রধানসহ উক্ত মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রভাষক এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার দেশের শীর্ষ স্থানীয় ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গর্ভনিং বডির তিনবার নির্বাচিত সদস্য এবং নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন।

বিএসএমএমইউ-এর নতুন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বিএসএমএমইউ-এর নতুন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিটোম্যাটারনাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার (Dr. Nahreen Akhtar, Professor, Department of Fetomaternal Medicine)। গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখ বাংলা ১৪৩১ বঙ্গাব্দের ১৭ ভাদ্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ-সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আচার্য এঁর অনুমোদনক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ এর ১৬ ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, চেয়ারম্যান, ফিটোম্যাটারনাল মেডিসিন বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকাকে বিএসএমএমইউ-এর কোষাধ্যক্ষ এর শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হল। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর নিযুক্তির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার ১৯৮৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। বিএএফ শাহীন স্কুল এবং হলি ক্রস কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৫ সালে ডিজিও ডিগ্রী এবং ১৯৯৮ সালে বিসিপিএস থেকে এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি ২০০৩ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে বিএসএমএমইউ-এর অবস এন্ড গাইনী বিভাগে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিটোম্যাটারনাল মেডিসিন উইং এ ২০০৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ২০১৫ সালে ফিটোম্যাটারনাল মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গুণী এই শিক্ষক এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রায় অর্ধশত প্রকাশনা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে গবেষণা কার্যক্রমে গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থান করেছেন। অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বিসিপিএস, অবসট্রেটিক্যাল এন্ড গাইনেকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কল্পোস্কপি এন্ড সার্ভিক্যাল প্যাথলজি এর আজীবন সদস্য। এছাড়াও তিনি ফিটোম্যাটারনাল মেডিসিন সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর সহ সভাপতি এবং বাংলাদেশ প্যারিনেটাল সোসাইটির কার্যকরী সদস্য।

বিএসএমএমইউ-এর নতুন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম

বিএসএমএমইউ-এর নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (নিউরো রেডিওলজি) বিভাগের শিক্ষক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম (Dr. Md. Nazrul Islam, Professor of Neuroradilogy, Department of Radiology & Imaging)। শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-১, ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। অফিস আদেশে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (নিউরো রেডিওলজি) বিভাগের শিক্ষক ডা. মোঃ নজরুল ইসলামকে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) পদে দায়িত্ব প্রদান করা হলো। অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৪ সালে এসএসসি, ১৯৮৬ সালে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি এফসিপিএস, এমডি (ডক্টর অব মেডিসিন) এবং এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন। শিক্ষকতার মহতী জীবনে তিনি বিএসএমএমইউ-এর রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগে নিউরো রেডিওলজি বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং বর্তমানে অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। অধ্যাপক ডা মোঃ নজরুল ইসলাম এর দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে ইনডেক্সড ও নন-ইনডেক্সডসহ ৩৬টি পাবলিকেশন রয়েছে। বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত চিকিৎসাসেবা ও চিকিৎসাপেশা সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সম্মেলনে তিনি অংশ নিয়েছেন। আল্ট্রাসাউন্ড, এক্সরে, সিটিস্ক্যান এন্ড এমআরআই রিপোর্ট প্রদানে সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোঃ নজরুল ইসলাম কর্মজীবনে হবিগঞ্জের আধুনিক সরদার হসপিটালে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে পরীক্ষক ও থিসিস গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বিএসএমএমইউ-এর নতুন প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

বিএসএমএমইউ'র নতুন প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ। গত ৩০ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। ওই অফিস আদেশে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আপতকালীন সময়ে ক্যাম্পাসে শান্তি শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং- বিএসএমএমইউ/২০২৪/৭৪৫৪, তারিখে ২০/০৮/২০২৪খ্রি. মোতাবেক অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ কে প্রক্টর হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি ও হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধান ২০১৭ এর ৪১.২.৪১.৩ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পারিতোষিক প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ কে মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রক্টর এর দায়িত্ব প্রদান করা হলো। এই আদেশ ২০/৮/২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। প্রক্টর নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়োগপত্র গত ৩০ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) ও লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, ডা. শেখ ফরহাদের হাতে তুলে দেন। এসময় অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেনসহ চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থোপেডিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. শেখ ফরহাদ ২০০০ হাজার সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তিনি ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমএস (অর্থোপেডিক সার্জারি) এবং ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এফএসিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ৭ মে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ী মুন্সীগঞ্জ জেলা শ্রীনগর উপজেলার হাসারা গ্রামে। বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ ও মরহুমা ফিরোজা বেগমের ছেলে ডা. শেখ ফরহাদ ব্যক্তি জীবনে এক কন্যা সন্তানের পিতা। তাঁর কন্যা মাইসা মালিহা ফরহাদ যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত এবং তাঁর সহধর্মিনী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডা. আঞ্জুমান আরা অবস এন্ড গাইনী বিশেষজ্ঞ।

আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
BSM
বিএসএমএমইউ -এর
নিউজলেটার
বিশেষ সংকলন: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪